গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.১৮৭

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবল অবস্থায় রয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরী অব্যাহত রয়েছে ও বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

২। আজ ০৪ জুলাই, ২৪ খ্রি: তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ
রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩। আজ ০৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থা: মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ
প্রথম দিন (০৪.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় দিন (০৫.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তৃতীয় দিন (০৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

বর্ধিত ৫ (পাঁচ) দিনের আবহাওয়ার অবস্থা: এ সময়ের শুরুতে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	রাজশাহী	রংপুর	ময়মনসিংহ	সিলেট	চট্রগ্রাম	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.৫	৩৩.০	৩১.৮	৩০.৫	৩৩.০	৩২.৪	৩১.০	৩২.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.০	২৬.৫	২৫.৮	২৬.০	২৫.৭	২৩.৭	২৫.৬	২৬.৫

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পাবনা ও মৌলভীবাজার ৩৩.০^{o} সে. এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বান্দরবান ২৩.৭^{o} সে।

(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা

(২০ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ)

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাসঃ

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্য অনুযায়ী, দেশের উত্তরাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন উজানে আগামী ৪৮ ঘন্টায় ভারী থেকে অতিভারী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন উজানে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যার পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে এবং টাঙ্গাইল জেলার কতিপয় পয়েন্টে পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় দেশের উত্তরাঞ্চলের তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ও ঘাঘট নদীসমূহের পানি সমতল সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে তিস্তা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল কতিপয় পয়েন্টে স্বল্পমেয়াদে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এবং ধরলা ও ঘাঘট নদী সংলগ্ন কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার কতিপয় নিম্নাঞ্চল বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা অবনতি হতে পারে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যমুনাশ্বরী, করতোয়া, বাঙ্গালী, আপার করতোয়া, পুর্নভবা, টাঙ্গন, ইছামতি-যমুনা, আত্রাই, মহানন্দা এবং ছোট যমুনা নদীসমূহের পানি সমতল সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

সমতল ও বৃষ্টিপাত স্টেশন আউটলুক

(২০ **আষাঢ়**, **১৪৩১ বঙ্গাব্দ** /০৪ **জুলাই**, **২০২৪ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী**)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন:

পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	মৌসুমী বিপদসীমা (মিটার)	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	মৌসুমী বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৬.০৫	২৬.০৭	+২৪	+০২
গাইবান্ধা	ঘাঘট	২১.২৫	২১.৩৬	+৫৯	+১১
নুনখাওয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৬.০৫	২৬.৬৮	+৪৯	+৬৩
হাতিয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৪.৪০	২৫.০৯	+৪৯	+৬৯
চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	২৩.২৫	২৩.৮৮	+৫৪	+৬৩
ফুলছড়ি	যমুনা	১৯.৩৫	১৯.৯৭	+৬৩	+৬২
বাহাদুরাবাদ	যমুনা	১৯.০৫	১৯.৬৭	+৬৩	+৬২
সাঘাটা	যমুনা	১৮.৫০	১৯.০৩	+৪৮	+৫৩
সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৬.২৫	১৬.৪৪	+৭০	+১৯
সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১২.৯০	১২.৯৫	+৪৭	+০৫
কানাইঘাট	সুরমা	১২.৭৫	১৩.৪৪	-১৮	+৬৯
সিলেট	সুরমা	১০.৮০	১০.৮৯	+০৭	+০৯
অমলশিদ	কুশিয়ারা	১৫.৪০	১৬.৯৪	+১৯	+১৫৪
শেওলা	কুশিয়ারা	১৩.০৫	১৩.৫১	+০৩	+৪৬
শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	৮.৫৫	৮.৭৩	-০২	+১৮
মারকুলি	কুশিয়ারা	৭.০৫	৭.৪২	-০৩	+৩৭
মৌলভীবাজার	মনু	১১.৩০	১১.৩১	-৪৭	+০১
দিরাই	পুরাতন-সুরমা	৬.৫৫	৬.৬৩	+০৮	+০৮
কলমাকান্দা	সোমেশ্বরী	৬.৫৫	৬.৯৯	-০৯	+৪৪

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বারিপাত তথ্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে:

স্টেশন	**বারিপাত (মি.মি.)**	**স্টেশন**	**বারিপাত (মি.মি.)**
দূর্গাপুর (নেত্রকোনা)	৭৫.০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৬৪.০
কক্সবাজার	৬৪.০	ফরিদপুর	৫৫.০

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলেঃ

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
পাসিঘাট (অরুণাচল)	১২০.০	চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়)	৬৪.০
দিব্রুগড় (আসাম)	৬৪.০	দার্জিলিং (পশ্চিম বঙ্গ)	৫১.০

নদ-নদীর অবস্থা

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১১০	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০০
বৃদ্ধি	৬৪	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
হ্রাস	৪৩	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
অপরিবর্তিত	০৩	বিপদসীমার উপরে স্টেশন সংখ্যা	১৯
বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা			০৯
বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা			০৯

৫। অতিবর্ষণের ফলে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যঃ

(১) সিলেটঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট জেলায় অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের ফলে সিলেট জেলার অভ্যন্তরীণ নদনদীগুলোর পানি ৬টি পয়েন্টে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১৩টি উপজেলার ০৩টি পৌরসভা ও ৯৩টি ইউনিয়নের ১১৬০টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত উপজেলাসমূহের ২০৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৯২৩৪জন লোক রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি শুকনো ও রান্না করা খাবার এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সিলেট জেলায় কোন প্রাণহানীর তথ্য পাওয়া যায়নি।

অদ্য ০৪/০৭/২০২৪ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট উপজেলায় ৬৯ সে.মি., সিলেট নগরীতে ০৯ সে.মি., কুশিয়ারা নদীর পানি জকিগঞ্জ উপজেলায় ১৫৪ সে.মি, বিয়ানীবাজার উপজেলায় ৪৬ সে.মি, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ১০২ সে.মি. এবং শেরপুর পয়েন্টে ১৮ সে.মি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য নদীসমূহের পানি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত দুর্যোগকালীন মজুদ হতে ২৯.০৫.২০২৪ তারিখ হতে এখন পর্যন্ত শুকনো খাবার ১০,৮২৫ বস্তা, জিআর চাল ১৫৪৫ মেট্রিক টন, জিআর নগদ অর্থ ৬০,৩০,০০০/- টাকা, শিশু খাদ্য ২০,০০,০০০/- টাকা এবং গোখাদ্য ২০,০০,০০০/- টাকা এবং ১০৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ ৩,১৫,০০০/- টাকা উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। বর্তমানে ত্রাণ ভান্ডারে ৪,৭৩১ বস্তা শুকনো খাবার, জিআর চাল ৪০০ মে.টন এবং জিআর নগদ (অর্থ) ১০,০০,০০০/- টাকা মজুদ রয়েছে।

(২) সুনামগঞ্জঃ

অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের ফলে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ১২ টি উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যায় জেলার ১২ টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নের ৮০,২০৮টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে এবং মোট ৭,৯২,৭৫৭ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যার্তদের আশ্রয়ের জন্য জেলায় মোট ৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবংআশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মোট ১৬৮১ জন লোককে এবং ১১৩টি গবাদিপশুকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। ১২টি উপজেলায় এ পর্যন্ত মোট ১৩৩৪ মেঃটন চাল, শুকনা খাবার ৯০০০ প্যাকেট, জিআর ক্যাস ২৬,১০,০০০/-, রান্না করা খাবার ১৩০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ১০,০০,০০০/-, শিশু খাদ্য ১০,০০,০০০/- বিতরণ করা হয়েছে। চাল ৪০০ মেঃটন, শুকনা খাবার ৪,০০০ প্যাকেট, জিআর ক্যাস ১০,০০,০০০/- মজুদ রয়েছে।

(৩) মৌলভীবাজারঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানিতে ৬২,৭৯১টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে এবং ৩,১৪,২২৭ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যার্তদের আশ্রয় দেয়ার জন্য জেলায় মোট ১১০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ৮২১০ জন লোক এবং ৬৯৬টি গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণি আশ্রয় নিয়েছে। বন্যার্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মোট ৫০টি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। বন্যার্তদের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ থেকে ১০৫০ মেঃটন চাল, ২০,০০,০০০/- নগদ টাকা,

৪৫০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, শিশু খাদ্য বাবদ ৫,০০,০০০/- টাকা, গোখাদ্য বাবদ ৫,০০,০০০/- টাকা এবং ২২ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৬২০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) রংপুরঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ৪০০.০০০ মেঃটন চাল ও ১০,০০,০০০/- বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার কারণে উক্ত বরাদ্দকৃত চাল ও নগদ অর্থ উত্তোলন করা হয়নি।.

(৫) গাইবান্ধাঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ৪টি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। মোট পানিবন্দি ১৭,৮২০টি পরিবারের আনুমানিক ৭১,২৮০ জন লোক পানিবন্দি রয়েছে। গাইবান্ধা সদর উপজেলার ২৫৭টি পরিবার আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। ১১০ মেঃটন ত্রাণকার্য (চাল) ও ৩৫০ বস্তা শুকনা খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) জামালপুরঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিত সৃষ্টি হওয়ায় ৭টি উপজেলার ৭,১০৩টি পরিবারের ৩৫,০০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৫৫৬ জন লোক এবং ৯০০ গবাদি পশু আশ্রিত আছে। ১১টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। মোট ১৮০.০০০ মেঃ টন চাল এবং ৩৪০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১১০.০০০ মেঃটন চাল এবং ১৫০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) ফেনীঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে ফেনী জেলার মহুরী ও কহুয়া নদীর বাঁধ ভেংগে জেলার ফুলগাজী, পরশুরাম ও ফেনী সদর উপজেলার মোট ৯টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ৩০৪০ ও পানিবন্দি লোকসংখ্যা ১২১৬৮ জন। ৩টি উপজেলায় ৭৮ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তবে কোন লোক এখনও আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ২১ বছর বয়সের এক ব্যক্তি মাছ ধরতে গিয়ে বাঁধ ভেংগে মারা গেছেন। স্থানীয়ভাবে ক্রয়পূর্বক পানিবন্দি পরিবারসমূহের মাঝে ১৬৯০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(৮) কুড়িগ্রামঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে কুড়িগ্রাম জেলার ৩৫০.১৭ বর্গ কি.মি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ১টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ৯০.৩০০ মেঃটন চাল, ৩২৬৭ প্যাকেট শুকনা খাবার এবং ৩,৯০,০০০ নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ৮৩টি মেডিকেল টিম কার্যরত আছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলাসমূহে ৭৭.৫০ মেঃটন চাল ও ১৩৭৮ প্যাকেট শুকনা খাবার মজুদ রয়েছে।

(৯) রাংগামাটিঃ

অতিবৃষ্টির ফলে রাংগামাটি জেলার রাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয় এবং ৪৫-৫০টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ৩টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তবে কোন লোক আশ্রয়কেন্দ্রে যায়। বর্তমানে বৃষ্টি হ্রাস পাওয়ায় প্লাবিত এলাকার পানি নেমে গেছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ হতে ৪.০০ মেঃটন চাল দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দঃ

সাম্প্রতিক উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল এবং ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে বিনামুল্যে বিতরণের জন্য নিম্নে উল্লিখিত পরিমান ত্রাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমান (টাকা)	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমান (মে.টন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট/বস্তা)	গো-খাদ্য বরাদ্দের পরিমান (টাকা)	শিশু খাদ্য বরাদ্দের পরিমান (টাকা)
১।	সিলেট	৪০,০০,০০০/-	১,২০০	১৩,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
২।	হবিগঞ্জ	২০,০০,০০০/-	৫০০	৬,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
৩।	ফেনী	১০,০০,০০০/-	২০০	২,০০০	--	--
৪।	মৌলভীবাজার	২০,০০,০০০/-	৪০০	৪,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
৫।	সুনামগঞ্জ	৪০,০০,০০০/-	১,২০০	১৩,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
৬।	রাংগামাটি	১০,০০,০০০/-	২০০	--	--	--

৭।	বগুড়া	১০,০০,০০০/-	৫০০	৫০০	--	--
৮।	কুড়িগ্রাম	২০,০০,০০০/-	৫০০	৫০০	--	--
৯।	সিরাজগঞ্জ	১০,০০,০০০/-	৫০০	৫০০	--	--
১০।	লালমনিরহাট	১০,০০,০০০/-	৩০০	৫০০	--	--
১১।	জামালপুর	১৫,০০,০০০/-	৮০০	৩,৫০০	--	--
১২।	গাইবান্ধা	২০,০০,০০০/-	৭০০	৩,৫০০	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
১৩।	নেত্রকোনা	১০,০০,০০০/-	২০০	৩,০০০	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
১৪।	রংপুর	১০,০০,০০০/-	৪০০	৪,০০০	--	--
১৫।	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	১০,০০,০০০/-	১০০	২,০০০	--	--
	মোট=	**২,৫৫,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ)**	**৭,৭০০ (সাত হাজার সাতশত)**	**৫৬,০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার)**	**৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ)**	**৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ)**

৫। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০২ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ০৮টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগ ভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩	০	০
২।	ময়মনসিংহ	০	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	চট্টগ্রাম	২	০	০
৭।	খুলনা	২	০	০
৮।	রংপুর	০	০	০
	মোট	**০৮**	**০**	**০**

০৪-০৭-২০২৪

জাহিদ হাসান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ (ফোন)
৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬ (ফ্যাক্স)
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১, এনডিআরসিসি অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.১৮৭/১ (১৩)

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;

২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৩। সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

৬। মহাপরিচালক , মহাপরিচালকের দপ্তর , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);

৮। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।;

৯। উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

১০। জেলা প্রশাসক (সকল);

১১। প্রোগ্রামার (চলতি দায়িত্ব), আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

১২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। এবং

১৩। সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), যানবাহন শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

০৪-০৭-২০২৪

জাহিদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা